আমাদের অক্ষমতা ও ঈশ্বরের সক্ষমতা

প্রথম শমূয়েল ১ অধ্যায় ১৯-২৮ পদ

গত সপ্তাহ থেকে আমরা প্রথম শমূয়েল পুস্তক থেকে শিখছি। ইস্রায়েলের ইতিহাসকে যার মাধ্যমে ঈশ্বর নতুন আকার দিতে চলেছেন, সেই শমূয়েলের জন্ম-বৃত্তান্ত দিয়ে এই পুস্তক শুরু হয়েছে। ১শমূয়েল ১:১-১৮ পদ থেকে আমরা দেখেছি, (১) সদাপ্রভু শমূয়েলের মা হান্নার গর্ভ রোধ করেছিলেন (৫, ৬ পদ), (২) তাই হান্না সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিল, যেন তিনি তাকে স্মরণ করেন (১১ পদ), (৩) হান্নার মনস্তাপের কথা শুনে সদাপ্রভুর যাজক এলি আশিসবচন উচ্চারণ করে বলেছিল, ঈশ্বর যেন হান্নার যাচ্ঞা মঞ্জুর করেন (১৭ পদ)। এই কাহিনীর পরবর্তী অংশ, অর্থাৎ ১:১৯-২৮ পদে, আমরা দেখতে চলেছি যে, সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু হান্নার পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন করেছেন, (৪) সদাপ্রভু হান্নাকে স্মরণ করেছেন (১৯ পদ), এবং (৫) হান্নাও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেছে যে, সে সদাপ্রভুর কাছে যা চেয়েছিল, তিনি তা তাকে দিয়েছেন (২৭ পদ)। ৩টি পদক্ষেপে আমরা এই ঘটনাকে উপলব্ধি করব।

১। সদাপ্রভু হান্নাকে স্মরণ করলেন (১৯-২০ পদ):

১৯ পদে বলা হয়েছে, *"পরে তারা প্রত্যুষে উঠে সদাপ্রভুর সামনে প্রণিপাত করল, এবং ফিরে রামায় নিজেদের বাড়ীতে আসল। আর ইলকানা আপন স্ত্রী হান্নার পরিচয় নিলে সদাপ্রভুর তাকে স্মরণ করলেন।"* তারা যখন শীলোতে সদাপ্রভুর আবাসতাম্বুতে ঈশ্বর আরাধনায় যোগ দিতে যেত, তখন তারা প্রতিদিনই সকালে ঈশ্বর আরাধনা করত। হান্না বন্ধ্যা হয়ে কঠিন পরিস্থিতির চাপে যে একবারের জন্য আবাসতাম্বুতে ঈশ্বর আরাধনায় যোগ দিয়েছিল, তা নয়; কিন্তু এটা ছিল তাদের নিয়মিত অভ্যাস। তাই, শীলোতে তারা যে কয়দিন থাকত, প্রতিদিনই সকালে তারা আবাসতাম্বুতে যেত। তাই, শীলো থেকে তাদের বাড়ীতে ফিরে আসার দিনও সকালে তারা সেই কাজ করেছিল। এই পদে, তাদের বাড়ী *"রামা"* বলা হয়েছে, যদিও ১ পদে *রামাথোয়িম* বলা হয়েছিল। একই স্থানকে দুটি ভিন্ন নামে নির্দেশ করা হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। এই পদে আরও বলা হয়েছে যে, ইলকানা তার স্ত্রী হান্নার সঙ্গে সহবাস করলে, সদাপ্রভু ঈশ্বর হান্নাকে স্মরণ করলেন। এর আগে ১৭ পদে আমরা দেখেছি যে, হান্নার দুঃখের কথা শুনে এলি তার প্রতি যাজকীয় আশিসবচন উচ্চারণ করেছে। এখানে, আমরা সেই আশিসবচনকে বাস্তবায়িত হতে দেখতে পাচ্ছি।

সদাপ্রভুর দ্বারা হান্নার প্রার্থনার প্রতি উত্তরদানকে *"সদাপ্রভু হান্নাকে স্মরণ করলেন"* বলা হয়েছে। কারণ, হান্না ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করেছিল, *"আমাকে স্মরণ কর, ও নিজের দাসীকে ভুলে যেও না"* (১:১১)। আদি ৩০:২২ পদে আমরা দেখতে পাই, *"ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করলেন, ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনলেন, তার গর্ভ মুক্ত করলেন।"* হ্যাঁ, আমাদের ঈশ্বর শক্তিশালী স্মরণশক্তির অধিকারী, তিনি তাঁর সন্তানদের ছোট ছোট প্রার্থনাও ভুলে যান না। অনেক সময় আমরা আমাদের প্রার্থনার কথা ভুলে যাই, কিন্তু তিনি ভোলেন না। ধরা যেতে পারে, যাজক সখরিয় ও তার স্ত্রী ইলিশাবেৎ, তাদের বিবাহের পর সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিল; কিন্তু অনেক কাল পেরিয়ে যাওয়ায়, তারা তাদের সেই প্রার্থনার কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা ভোলেননি, তাই তিনি তাঁর উপযুক্ত সময়ে তাঁর দূত গাব্রিয়েলের দ্বারা সখরিয়কে জানিয়েছিলেন, ***"সখরিয়, . . . তোমার বিনতি (প্রার্থনা) গ্রাহ্য হয়েছে, তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবে, তুমি তার নাম যোহন রাখবে"*** (লূক ১:১৩)।

২০ পদে বলা হয়েছে, ***"তাতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে হান্না গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব করল; আর 'আমি সদাপ্রভুর কাছে একে যাচ্ঞা করে নিয়েছি,' এই বলে তার নাম 'শমূয়েল' রাখল।"*** হ্যাঁ, ঈশ্বর যখন তাঁর সন্তানদের স্মরণ করেন, তখন তাঁর শক্তিতে অসম্ভবও সম্ভব হয়; হতভাগিনী বন্ধ্যা হান্না গর্ভবতী হল এবং তার প্রার্থনা অনুসারে (১১ পদ)

বছর শেষে ঈশ্বর তাকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দিলেন। হান্না এই সন্তানকে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করে পেয়েছে, তাই তার নাম ***‘শমূয়েল’*** রাখল।

এই অংশ পাঠ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হান্না ঈশ্বরের কাছে পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিল, আর ঈশ্বর তাকে তা দিয়েছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরাও যখন কোনও বিষয়ের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তখন তিনি তা দিতে বাধ্য। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ঈশ্বর কখনও আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে বাধ্য নন; কারণ আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু পাবার যোগ্য নই। কিন্তু তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে, তিনি আমাদের জন্য যা উত্তম, তা দিতে প্রতিজ্ঞা করেছেন (মথি ৭:১১)। এ হল, আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের প্রকাশ। যদিও আমরা তা পাবার যোগ্য নই, কিন্তু তা আমাদের তা খুবই প্রয়োজন; তাই তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে তা আমাদের দিয়ে থাকেন। যে হান্নার মধ্যে কেউ কোনও আশার আলো দেখতে পায়নি, ঈশ্বর তার মাধ্যমে সমগ্র ইস্রায়েলের আশাকে জন্ম দিয়েছেন। সেই কথা বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য। খ্রীস্টবিহীন, অধিকারশূন্য, চুক্তিহীন, আশাহীন, ঈশ্বরবিহীন ছিলাম যে আমরা, তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তান করেছেন (ইফিষীয় ২:১১)।

২। হান্না শমূয়েলকে লালন-পালন করল (২১-২৩ পদ):

এক বৎসর পেরিয়ে গেছে, পুনরায় শীলোতে সদাপ্রভুর আবাসতাম্বুতে গিয়ে ঈশ্বর আরাধনায় যোগ দেবার সময় উপস্থিত হয়েছে। ইলকানা ও তার পরিবার তাদের নিয়মিত অভ্যাস অনুসারে, শীলোতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু হান্না শীলোতে যেতে রাজী হল না। তার কারণ, এই নয় যে, পুত্র সন্তানের অধিকারী হয়ে, তার চিন্তা ও মনোভাব পাল্টে গেছে। কিন্তু প্রকৃত কারণ হল ঠিক তার বিপরীত। ঈশ্বর যেমন হান্নাকে স্মরণ করেছেন, তাকে ভুলে যাননি; হান্নাও তার নিজের প্রার্থনা তথা প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করেছে: ঈশ্বরদত্ত সেই পুত্র সন্তানকে চিরদিনের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন (১১ পদ) করতে হবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত শমূয়েল মাকে ছাড়া একা থাকতে উপযুক্ত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মা হিসাবে তাকে লালন-পালন করা প্রয়োজন। তাই, ২১-২২ পদে বলা হয়েছে, ***“পরে তার স্বামী ইলকানা ও তার সমস্ত পরিবার সদাপ্রভুর উদ্দেশে বার্ষিক বলিদান ও মানত নিবেদন করতে গেল; কিন্তু হান্না গেল না; কারণ সে স্বামীকে বলল, বালকটি মায়ের দুধ ত্যাগ করলেই আমি তাকে নিয়ে যাব, তাতে সে সদাপ্রভুর সামনে গিয়ে চিরকাল সেখানে থাকবে।”***

সেদিন হান্না যেমন ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল (১১ পদ), আমরাও অনেক সময়, আমাদের প্রভুর কাছে বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা করে থাকি। কিন্তু বাস্তব এই যে, সময় পেরিয়ে গেলে, আমরা আমাদের সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলে যাই। এই সময়, আমরা আত্ম সমীক্ষা করতে পারি; ঈশ্বরের কাছে আমরা যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাদের মধ্যে কয়টি প্রতিজ্ঞা আমরা রক্ষা করেছি? বিশেষ করে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে নিজেদের অধিকার বলে চিন্তা করেছি; আর তাই, ভুলে গেছি যে, ঈশ্বরই তাদের প্রকৃত মালিক। আমাদের মনে রাখতে হবে, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা কেবল আমাদের সন্তানদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লালন-পালন করার ধনাধ্যক্ষের কাজ করছি; যেন তারা আগামী দিনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে (আমাদের বৃদ্ধ বয়সে, তারা আমাদের দেখাশুনা করবে, এই চিন্তায় নয়)।

হান্নার এই কথা শুনে ঈশ্বরবিশ্বাসী ইলকানাও তার সঙ্গে রাজি হল। তাই ইলকানা হান্নাকে এমন কথা বলল, ***“তোমার দৃষ্টিতে যা ভালো বোধ হয়, তাই-ই কর; তার মায়ের দুধ ত্যাগ পর্যন্ত অপেক্ষা কর; সদাপ্রভু কেবল নিজের কথা স্থির করুন”*** (২৩ পদ)। খ্রীস্টীয় পরিবারে, স্বামী ও স্ত্রী একমত হয়ে কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তার জন্য প্রয়োজন উভয়েরই বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাওয়া। আমরা যেন *‘পতির পুণ্যে, সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে,’* এই চিন্তায় খ্রীস্টীয় জীবন যাপন না করি। পরিবর্তে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যেন বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে প্রার্থনা করি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, মণ্ডলীতে উপাসনায় যোগ দিই, ও তাঁর ইচ্ছা পালন করি।

২৩ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, ***“অতএব সেই স্ত্রী (হান্না) . . . বালকটি যতদিন পর্যন্ত মায়ের দুধ***

ত্যাগ না করল, ততদিন তাকে নিজের দুধ পান করাল’’। সেই সময় সাধারণতঃ ৩ বৎসর পর্যন্ত সন্তানেরা মায়ের দুধ পান করত। তাই, ধরা যেতে পারে, শমূয়েলের ৩ বৎসর পর্যন্ত হান্না তাকে নিজের দুধ খাইয়ে তাকে বড় করে তুলল। কিন্তু এই কথার অর্থ, কেবল দুধ খাওয়ানো নয়, কিন্তু শীলোতে সদাপ্রভুর আবাসতাম্বুতে মাকে ছাড়া সে যাতে একা থাকতে পারে, তার জন্য তাকে পরিপক্ক করে তুলল। ধরা যেতে পারে, এই ৩টি বৎসর হান্না কতবার শমূয়েলকে বুঝিয়েছে যে, সে সদাপ্রভুর কাছে হান্নার প্রার্থনার ফল, সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথকীকৃত (১১ পদ)। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে তাদের সন্তানদের মানুষ করতে এই আদেশ করেছিলেন: *“যে সমস্ত কথা আজ আমি তোমাকে আজ্ঞা করি, তা তোমার হৃদয়ে থাকুক। আর তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের সন্তানদের এ সমস্ত যত্নপূর্বক শিক্ষা দেবে, এবং তোমাদের ঘরে বসবার সময়, ঘুমাবার আগে এবং ঘুম থেকে উঠে ঐ সমস্ত আলোচনা করবে* (২বিবরণ ৬:৭)। হান্না শমূয়েলের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

হান্না তার সাধারণ জ্ঞানকে ব্যবহার করে, ঈশ্বরের কাছে তার প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবসম্মত উপায়ে রক্ষা করেছে। *‘পুত্র সন্তান জন্মালে, তাকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করবে,’* এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার অর্থ, এই নয় যে, শমূয়েলের জন্মের পরের দিনই তাকে শীলোতে রেখে আসা। না, তা ঠিক নয়। যতদিন পর্যন্ত না শমূয়েল একা থাকার উপযোগী হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত হান্না তার লালন পালন করেছে; পিতা-মাতা হিসাবে তারা সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। অবশ্য, কেবল এই ৩ বৎসর নয়, এর পরেও মা হান্না তার পুত্র শমূয়েলের জন্য দূর থেকে চিন্তা করেছে এবং প্রতি বৎসর এক একটি কাপড় তৈরী করে বার্ষিক বলিদানের সময় শমূয়েলকে দিয়েছে (২:১৯)। আজ, কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসী পিতা-মাতা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে থাকি; তাদেরকে মানুষ করার জন্য কেবল আবাসিক বিদ্যালয়ের খোঁজ করি। না, খ্রীস্টীয় পরিবারে সন্তানদের লালন-পালন করার প্রাথমিক দায়িত্ব পিতা-মাতারই।

৩। হান্না চিরদিনের জন্য শমূয়েলকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করল (২৪-২৮ পদ):

শিশু শমূয়েল যখন মায়ের দুধ খাওয়া ছাড়ল, হান্না সদাপ্রভুর প্রতি তার প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করে, বিভিন্ন নৈবেদ্য সহকারে শমূয়েলকে নিয়ে শীলোতে উপস্থিত হল। ২৪-২৫ পদে বলা হয়েছে, *“পরে তার মায়ের দুধ ত্যাগ হলে হান্না তিনটি (একটি তিন-বছরের) বৃষ, এক ঐফা সূজী ও এক কুপা দ্রাক্ষারসের সঙ্গে তাকে শীলোতে সদাপ্রভুর গৃহে নিয়ে গেল; তখন বালকটি অল্পবয়স্ক ছিল। পরে তারা বৃষ বলিদান করল ও বালকটিকে এলির কাছে আনল।’’* হান্না কেবল তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেনি, কিন্তু শমূয়েলের জন্মের জন্য, তথা তার নিজের বন্ধ্যাত্ব দূর করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করেছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদকে স্মরণ করে হান্না ইস্রায়েলের অন্যান্যদের সঙ্গে তার আনন্দ বিতরণ করতে তিন-বছরের একটি বৃষ, এক ঐফা (১০ ওমর, ৩/৫ বাসেল বা ২২ লিটার) সূজী, এবং এক কুপা দ্রাক্ষারস শীলোতে নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, কেবল মুখের কথায় হান্না ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, কিন্তু তার জন্য সে ত্যাগস্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। আজ আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে ত্যাগস্বীকার করি কি?

ঈশ্বর হান্নার প্রার্থনার উত্তর কীভাবে দিয়েছেন, সে বিষয় হান্না এলির কাছে সাক্ষ্য দিয়েছে। কয়েক বৎসর আগে শীলোতে সদাপ্রভুর গৃহে এলির সঙ্গে হান্নার যখন সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন সে কেবল তার চিন্তা ও মনস্তাপের কথা বলেছিল (১৬ পদ); কিন্তু সেদিন হান্নার প্রার্থনার বিষয় না জেনেও এলি তার প্রতি যাজকীয় আশিসবচন উচ্চারণ করেছিল। এলির সেই আশিসবচন ঈশ্বর হান্নার জীবনে পূর্ণ করেছেন; তাই, হান্না তার কাছে তা স্বীকার করে বলেছে, *“হে আমার প্রভু, আপনার প্রাণের দিব্য, যে স্ত্রী প্রার্থনা করতে করতে এই স্থানে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছিল, সে আমি। আমি এই বালকের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম; আর সদাপ্রভুর কাছে যা চেয়েছিলাম, তা তিনি আমাকে দিয়েছেন।’’* হ্যাঁ, হান্না তার প্রার্থনার প্রতি

ঈশ্বরের উত্তরদানকে অকপটে স্বীকার করেছে। আজ সে মা হয়েছে, তার নিজের শারীরিক, মানসিক, জাগতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক যোগ্যতার গুণে নয়; কিন্তু কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহে। হান্নার স্বীকারোক্তি হল, *'আমি অযোগ্য হলেও, সদাপ্রভুর কাছে যা চেয়েছিলাম, তিনি তা আমাকে দিয়েছেন।'* সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর উত্তমতায় যখন হান্নার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন, তখন বিশ্বস্তা হান্না ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে। ঈশ্বরের প্রতি এই কৃতজ্ঞতাই ঈশ্বর আরাধনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

হান্নার ন্যায় খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্যদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, কেবল বড় বড় বিষয় বা অলৌকিক ঘটনার জন্য আমরা ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য দেব। হান্না কিন্তু সন্তান লাভের পূর্বেও ঈশ্বরের কাছে আরাধনায় উপস্থিত হয়েছিল; তার মনে দুঃখ ছিল, ঠিক কথা, কিন্তু সে জানত যে মঙ্গলময় ঈশ্বর তার সহবর্তী। আজ, আমরাও কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে চলেছি? আমাদের জীবনের জন্য, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান যোগানোর জন্য, আমাদের পরিবর্তে যীশুকে দেবার জন্য, আমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য, সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকার জন্য, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের পারিচালনা দেবার জন্য, শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা নির্দেশনা দেবার জন্য, আমাদের মণ্ডলীর জন্য আমরা কি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই?

২৮ পদে, হান্নার দ্বারা শমূয়েলকে সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে: ***“এইজন্য আমিও একে সদাপ্রভুকে দিলাম; এ চিরজীবনের জন্য সদাপ্রভুকে দত্ত। পরে তারা সেই স্থানে সদাপ্রভুকে প্রণিপাত করল।”*** শমূয়েল পুস্তক সার্বভৌম ঈশ্বরের ক্ষমতাপূর্ণ কাজ এবং তাঁর প্রতি হতভাগিনী হান্নার কৃতজ্ঞতা স্বীকার দিয়ে শুরু হয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের সম্পর্কে এই দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইস্রায়েলের আগামী ইতিহাসে আমরা দেখতে পাব, ইস্রায়েল বারংবার তা ভুলে গেছে, তারা নিজেদের শক্তি, অধিকার ও ক্ষমতায় গর্ব করেছে, নিজেদের বিষয় সঠিক উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে। হান্নার প্রার্থনার মাধ্যমে শমূয়েলের জন্ম, সেই ভ্রান্ত চিন্তা ও মনোভাব থেকে ফিরতে আমাদের চেতনা দেয়। ঈশ্বর যেমন নিজের অবর্ণনীয় ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতায় হতভাগিনী, অসহায়, অযোগ্য, দাবিহীন হান্নার বন্ধ্যত্বকে দূর করে শমূয়েলকে জন্ম দিয়েছিলেন; ঠিক তেমনই, তিনি তাঁর মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের জাতীয় জীবনে ও নতুন-ইস্রায়েল হিসাবে বিশ্বাসী আমাদের জীবনে কাজ করেছেন। তাই, আমরা যখন তাঁর সামনে উপস্থিত হই, আমরা কি নিজেদের অযোগ্যতা ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করি? সেদিন কিন্তু ৩ বৎসরের ছোট্ট শমূয়েলসহ তার পিতা-মাতা ঈশ্বর আরাধনার দ্বারা তা স্বীকার করেছিল। আসুন, আমরাও সপরিবারে আমাদের জীবনের সমস্ত বিষয়ের জন্য সার্বভৌম ঈশ্বরের ধন্যবাদ, প্রশংসা ও আরাধনা করি!